ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব হোসেন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন ভেড়ামারা সাতবাড়ীয়া খাঁনপাড়া এলাকার মতলেবের ছেলে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) আল বেরুনী জানান, রাতে ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে অটোরিক্সার সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় প্রতারক যুবকের এক মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে চিকিৎসা দেয়ার অভিযোগে এক প্রতারককে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

পরে প্রতারণার অভিযোগে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে তাকে আটক করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত সেই ভুয়া চিকিৎসকের নাম সাগর ইসলাম। সে কুষ্টিয়ার

দৌলতপুর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইসাহাক আলীর
তিনি জানান, সাগর ইসলাম নামের এক প্রতারক দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে যেত। বর্তমানে করোনা দুর্যোগে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক বন্ধ থাকার সুবাদে প্রতারণা করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার সেজে রোগী দেখে আসছিলেন। এবং কৌশলে সেখান থেকেও রোগীদের অন্যত্র ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে হাসপাতালে দ্বায়িত্ব থাকা পুলিশ সদস্যরা তাকে আটক করে। এসময় চিকিৎসকের কোন সনদপত্র দেখাতে পারেনি এমনকি ম্যাটসেরও সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিলো না বলে জানান এই নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরে তাকে ভোক্তা অধিকারে সংরক্ষণ আইনে প্রতারণার অভিযোগে তাকে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস

জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে

সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ ক্ষমায় ২৪ বন্দির মুক্তি

করোনাভাইরাসের কারণে অতিরিক্ত বন্দি কমাতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে ২৪ বন্দিকে মুক্তি দেIয়া হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে।

শনিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রকোপের কারণে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘুদন্ডে দন্ডিত তৃতীয় ধাপে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ৫৯ জন বন্দির সাজা মওকুফ করেছেন।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ২৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক কারামুক্তকে এক হাজার টাকা তাদের যাতায়াত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের ধান কেটে মাড়াই করে দিলেন যুবলীগ নেতারা

করোনাভাইরাস মহামারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শে এবং কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশনায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কৃষকের ২ বিঘা জমির ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দিল যুবলীগের শতাধিক নেতাকর্মী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপনের নেতৃত্বে কুমারখালি উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কৃষক মতিয়ার রহমানের দুই বিঘা জমির ধান কেটে মাড়াই করে দেন।

এসময় জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন বলেন, ‘করোনার কারণে ঘরে আটকে থাকা মানুষ এবং কর্মহীন মানুষের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় আসন্ন বোরো মৌসুমে চাষিরা যাতে সময়মতো ঘরে ধান তুলতে পারে, ধান কাটার অভাবে যাতে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।’

‘যদি কোনো কৃষক অর্থাভাবে ও জনবলের অভাবে ধান কাটতে না পারে আমাদেরকে জানালে আমরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সকল নেতা-কর্মীরা তাদের জমির ধান কেটে তার ঘরে পৌঁছে দিব। মাঠের সব ধান কৃষকের ঘরে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের এই কার্যক্রম চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকার মজিবর রহমান, বাড়াদীর ওহাব,

সোহরাব হোসেনকে অর্থ সহায়তাও প্রদান করা হয়।
এসময় জেলা যুবলীগের সিনিয়র নেতা এ্যাড ইমরান হোসেন দোলন, আবু দাউদ খান, থানা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাশার শাহীন, ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বার শিহাব, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমেদসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে যুবক নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে কাঁচা রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুইদল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে শামীম মালিথা (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে।

এ ঘটনায় আরও ৪জন গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে দৌলতপুর উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের হরিণগাছী মালিথাপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নিহত শামীম মালিথা হরিণগাছী এলাকার মেহের বক্স মালিথার ছেলে। আহতদের মধ্যে মালিথা গ্রুপের মুল্লুক চাঁদের ছেলে আপন মালিথা, সাহাজুল মালিথা, শুকচাঁদ ও মোকাদ্দেস মালিথাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম আরিফুর রহমান জানান, হরিণগাছী এলাকার একটি কাঁচা রাস্তা নির্মাণ নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে গতকাল বিকেলে দু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ ঘটনায় শামীম মালিথার মৃত্যু হয়।

নিহতের মরদেহ উপদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলৌ জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় জমিতেই নষ্ট হচ্ছে বাঁধাকপি, লোকসানের মুখে চাষিরা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ এলাকার কৃষক সিহাব উদ্দিন। তিন বিঘা জমিতে গ্রীস্মকালীন বাঁধাকপির চাষ করেছেন। এখন পর্যন্ত একটা বাঁধা কপিও বাজারে বিক্রি করতে পারেননি। ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার বাঁধাকপি। গতবছর বেশ ভালো ফলন পেলেও বাঁধাকপিতে এবার পুরো লোকসানের আশঙ্কা করছেন তিনি।

গ্রীস্মকালীন সবজিতে অধিক লাভ হয় প্রতি মৌসুমে। তবে এবছর গ্রীস্মকালীন বাঁধাকপি চাষ করে লোকসানের আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এমনকি এসব বাঁধাকপি বিক্রি করে শ্রমিকের খরচও উঠছে না। শ্রমিকের খরচ এবং পরিবহনের কথা চিন্তা করে চাষিদের বাঁধাকপি এখন জমিতেই পঁচে যাচ্ছে। খরচের ভয়ে জমি থেকে তুলছেন না বাঁধাকপি।

এদিকে, স্থানীয় বাজারে যার দাম ২ থেকে ৫ টাকার মধ্যে। মাঠ থেকে যা আনতেই খরচ হয়ে যায় ৩ থেকে ৪ টাকা।

চাষিরা দাবি করছেন, মহামারি করোনার কারণে বাঁধাকপি জেলার বাইরে পাঠাতে পারছেন না।বাইরে থেকে পাইকারি ক্রেতারাও আসতে পারছেন না। তাই বাঁধাকপি না কাটার কারণে জমিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা, আবুরী এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষক প্রতিবছরই গ্রীস্মকালীন বাঁধাকপির চাষ করে। এবছরও প্রায় ১০ থেকে ১২ বিঘার মতো জমিতে তারা বাঁধাকপির চাষ করেছেন।

এদিকে স্থানীয় কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন, কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এজন্য সরকার ২০১৫ সালে আবুরী এলাকায় কৃষিপণ্য সরবাহ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করে। তবে ওই বিপণন কেন্দ্রের জমির মালিক জুমারত আলী নিজের ইচ্ছা মতো কেন্দ্রটি ভোগ দখল করে আসছে। তারা কৃষকদের কোনো পণ্য কিনতে চান না। আর সবজি চাষিদের বিভিন্ন হয়রানি করার কারণে তারাও সেখানে

যেতে চান না।

এ প্রসঙ্গে মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, গ্রীস্মকালীন বাঁধাকপি চাষটা বেশ লাভজনক হওয়ায় মিরপুরের বেশ কয়েকজন কৃষক এ বাঁধাকপির চাষ করে থাকেন। প্রতিবছর তারা বেশ ভালো দাম পেয়েছেন। তবে এবার করোনা কারণে একটু অসুবিধা হচ্ছে। দাম অনেকটাই কম। তবে কৃষকরা যাতে ন্যায্য দামে বাঁধাকপিসহ অন্যান্য সবজি বিক্রি করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।